সুচেতনা – জীবনানন্দ দাশ

বিশ শতকের জটিল মনের আশ্চর্য প্রতীক জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরও নতুন কথা নতুনভাবে বলা যায় এ কথা ভেবেছেন এবং শুনিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখেন। জীবনানন্দের মধ্যে উজ্জ্বল বিশ্বাস ও শান্তিহারক আনন্দবাদ ছিল না, বরং ছিল আশাভঙ্গের নিদারুণ আক্ষেপ। তাঁর 'সুচেতনা' কবিতায় রয়েছে ব্যক্তিগত প্রেমের ঊর্ধ্বে সমাজ, রাষ্ট্র বিষয়ে গভীর ভাবনা ও উদ্বেগ, যা অন্তিমে আশাবাদে ধ্বনিত হয়েছে।

জীবনানন্দ যুগের অবক্ষয়কে শোধন করে মানবতার জাগরণের কথা বারেবারে বলেছেন। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা যখন সব শুভবোধ হারিয়ে তিমির বিলাসী হওয়ার নেশাতেই মত্ত হয়ে থাকে তখন জীবনানন্দের ভাষা দিয়েই বলা যায়- "আমরাও মরে গেছি সব।" 'সুচেতনা' আসলে কোনও ব্যক্তি প্রেমের কবিতা নয় যতই নামের মধ্যে একটা মাধুর্য থাকুক না কেন। সুচেতনা হল আসলে 'সু' অর্থ শুভ বা ভালো চেতনা। কবি যেন এই শুভ চেতনারই জাগ্রত করতে চেয়েছেন সমগ্র কবিতা জুড়ে।

কবির কাছে সুচেতনা এক দূরতর দ্বীপ। আসলে চারিদিকে যখন হিংসা, হানাহানি, অরাজকতায় জগত সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে সেখানে মানুষের মধ্যে শুভবোধ কিভাবে থাকবে? কবি মনে করেন এই সুচেতনাকে সঙ্গী করেই পৃথিবীতে একদিন সকল খারাপ দিকের অবসান ঘটবে, গড়ে উঠবে 'ভালো মানব সমাজ'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি, রক্তাক্ত পরিমণ্ডল এঁকে কবি যেন তার থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। 'পৃথিবীর রণ-রক্ত-সফলতা' কিছু স্বার্থপর, লোভী, ক্ষমতাবান মানুষের আকাঙ্ক্ষা, যারা সমাজের উঁচুতলার লোক, পৃথিবীর অচল তাদের সুপরামর্শের অভাবে। এদের হৃদয়ে করুণার লেশ নেই। তাই কবি বলেছেন- 'বাহুবল সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।' কলকাতাকে ঘিরে নাগরিক জীবনের বিলাসব্যসন গতি, কিন্তু তবুও কবির হৃদয় জুড়ে সুচেতনার উপস্থিতি। আসলে কবি মনে করেছেন সবকিছুর ঊর্দ্ধে এই শুভবোধ, যা না হলে সভ্যতার মুক্তি নেই।

জীবনের সমুদ্র সফেন ছেড়ে কবি 'রূঢ় রৌদ্রে' ঘুরে ক্লান্ত। সমস্যা, তিক্ততা, জটিলতা মানুষকে আজ অমানুষ করে তুলেছে। তাই মানুষ আজ ভালোবাসতে সংশয়বোধ করে। কারণ এই পৃথিবীতে মানুষ শুধু সুযোগসন্ধানী, স্বার্থমগ্ন। তাই 'পৃথিবীর গভীর গভীরতার অসুখ এখন।' আসলে এই অসুখ মনুষ্যত্বহীনতার, অপ্রেমের। বন্দরের জাহাজে যে ফসল আসে তাও খেটে খাওয়া মানুষের কান্না-ঘাম-রক্তের বিনিময়ে। অর্থাৎ পিলসুজের নিচে যেন আজীবন অন্ধকার। এত বঞ্চনা, শোষণ দেখেও বুদ্ধ ও কনফুসিয়াসের মত মহাপ্রাণ মূখ হয়ে যান। তাঁদের অহিংসা ও প্রেমের বাণী ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

কবি মনে করে মানুষের হৃদয়কে না জাগাতে পারলে প্রকৃত ভোর আসবে না। অর্থাৎ এই অস্থির পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীর মুক্তি হবে না। কবির কাছে জীবনের মানে সকলের ভালোভাবে জীবনযাপন। তাই এত

সামাজিক অবক্ষয়ের পরেও ‘মানুষ তবু ঋণী পৃথিবীর কাছে।’ সুচেতনা এমন একটি বোধ, যা সমগ্র সমাজকে বদলে দিতে সক্ষম। তাই সুচেতনা মানব সমাজের চেতনা জাগরণের অগ্রদূত।

সুচেতনাকে যদি নারী হিসেবে কল্পনা করা হয় তাহলে সে চেতনা জাগরণে মহীয়সী রমণী। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বাস রয়েছে তার। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয়ের চাপে আজ সে মৃতপ্রায়। কবি তবুও আশাবাদী সুচেতনা সপ্রেম হৃদয় নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে নবতর শুদ্ধ মানব সমাজ গড়ে তুলবে। তাই কবি বলেছেন- “শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।”

ড. সৌমেন দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ